

কখন ও অতিকথনের পার্থক্য এবং প্রতিউত্তর

অনু

২২ এপ্রিল

শ্রদ্ধেয় ভাই রায়হান,

আপনার চিঠিটি পড়েছি গত কয়েকদিন আগেই, কিন্তু নানা কারণে উত্তর জানাতে দেরি হয়ে গেলো; আমি আন্তরিকভাবেই দুঃখিত।

আমার লিখা "মহাপ্লাবনের বাস্তবতা : পৌরাণিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান" নামক প্রবন্ধটি মূলতঃ হযরত নূহ আর মহাপ্লাবনের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই রচিত। যদিও এই ধরনের মহাপ্লাবনের কাহিনী পৃথিবীর অনেক আঞ্চলিক লোকগাঁথা, পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে। যাই হোক, এখন আপনার উপস্থাপিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবো-

(১) ইহুদিদের উপাসনাধর্মগ্রন্থ তৌরাত শরীফ, খ্রীষ্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট কিংবা ইসলাম উপাসনাধর্মগ্রন্থ আল-কোরান-এ উল্লেখিত হযরত নূহ এবং মহাপ্লাবনের কাহিনীর বিবরণ প্রায় এক-ই রকম, তাই আলাদা করে দেখার কোনো উপায় নেই।

(২) আমি নিশ্চিত, আপনারা সবাই কখন এবং অতিকথনের পার্থক্য জানেন। তবু একটা উদাহরণ দিচ্ছি; ধরা যাক, গরু মাঠে চড়ে ঘাস খায়। এটি আমাদের কাছে 'কখন' কারণ এটি বাস্তবে অহরহ ঘটছে। এর পেছনে সম্ভাব্য সবরকম যৌক্তিক কারণ রয়েছে। কিন্তু এখন যদি কেউ কল্পনার ফানুস দিয়ে গরুকে উড়িয়ে নিয়ে গাছে বসিয়ে দেয় এবং বলা শুরু করে গরু গাছে বসে গাছের পাতাও খায়। তখন নিশ্চয়ই এটি আর কখন থাকবে না; অতিকথন হয়ে যাবে। কারণটা আপনারা সবাই জানা। এখন তিনটা উপসনাধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কোন ঘটনা-ই কি বাস্তবে ঘটা সম্ভব না? সেটা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। স্থানীয় বন্যা হলেও হতে পারে (প্রমাণ/অপ্রমাণ করা বর্তমানে সম্ভব না)। তবে যে মাত্রায় কল্পনার জাল বুনে (তিনশ হাত লম্বা জাহাজের ভিতর দুনিয়ার প্রত্যেক জাতের একজোড়া করে প্রাণী, চল্লিশ দিন অবিরাম বৃষ্টি, সারা পৃথিবী ডুবে যাওয়া ইত্যাদি) কাহিনী ফাঁদা হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই অসম্ভব। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, উক্ত প্রবন্ধে আমি দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রচনা করেছি। যথা- (১) মহাপ্লাবনের মাধ্যমে উচ্চতম পর্বতগুলিকে ডুবিয়ে দেয়ার মতো আদৌ এতো বৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব? (২) কাহিনীতে বর্ণিত হযরত নূহের জাহাজে কি সত্যি পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে জায়গা হওয়া কি সম্ভব ছিল?

আর একটা কথা, আগেই উল্লেখ করেছি যে মহাপ্লাবনের কাহিনী বিশ্বের অনেক আঞ্চলিক লোকগাঁথাসহ নানা পৌরাণিক কাহিনীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে (আগ্রহীরা <http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html> পেইজটি ভিজিট করে দেখতে পারেন।)। এমন কী হিন্দু উপাসনাধর্মেও রয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে সময় স্বল্পতা আর তথ্যের অপরিপূর্ণতার কারণে প্রচলিত অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীতে 'মহাপ্লাবনের' ঘটনা সংযুক্তকরণের কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে সেই চেষ্টা করে দেখা হবে, আশা রাখি।

(৩) আল-কোরানে "মহাপ্লাবন" শব্দের উল্লেখ আছে, সেটি আমার উক্ত প্রবন্ধে দেখিয়েছি। আবারও উল্লেখ করছি-"অতপর আমি তার কাছে ওহী পাঠালাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমারই ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো। তারপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ আসবে এবং (যমীনের) চুল্লী প্লাবিত হয়ে যাবে। তখন (সব কিছু থেকে) এক এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নাও, তোমার পরিবার পরিজনদেরও (উঠিয়ে নেবে, তবে) তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত এসে গেছে- সে ছাড়া, (দেখো) যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরযী পেশ করো না, কেননা (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই (সূরা আল মোমেনুন; ২৩:২৭)।" (সূত্র :- হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমেদ; কোরআন শরীফ, সহজ সরল বাংলা অনুবাদ; প্রকাশনায় : আলকোরআন একাডেমী লন্ডন।)

(৪) আপনার উল্লেখিত প্রশ্ন- "সারা পৃথিবী মহাপ্লাবনে দীর্ঘদিন ধরে পানিতে নিমজ্জিত ছিল" এর ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে এরকম কোনো বক্তব্য আমি সরাসরি আল-কোরানে পাই নি। আমার "মহাপ্লাবনের বাস্তবতা" নামক লিখায়ও উল্লেখ করেছি (লক্ষ্য করুন পৃষ্ঠা-৪) হযরত নূহের প্লাবন সম্পর্কে তৌরাত শরীফের মতো বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়া হয় নি। ভাসা ভাসা কিছু বলা হয়েছে। যার জন্যে আমাকে উক্ত লেখার উপাত্তের জন্যে **বেশীরভাগ ক্ষেত্রে** তৌরাত শরীফের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। কোরাণে অনেক কিছুই অমনি ভাসা ভাসা বর্ণনা করা হয়েছে। একটি উদাহরণ হতে পারে আল্লাহর ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টি (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮)। এখানেও বিস্তারিত বিবরণ (কোন দিন কি সৃষ্টি হল) এড়িয়ে গিয়ে ভাসা ভাসা কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে।

আমি আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি, যেগুলো বাকি রয়েছে সেগুলো উপরেই দেয়া হয়েছে। তারপরও আরোও কোনো প্রশ্ন থাকলে কিংবা বিস্তৃত ব্যাখ্যা'র প্রয়োজনবোধ করলে দয়া করে জানাবেন। উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। ধন্যবাদ।